



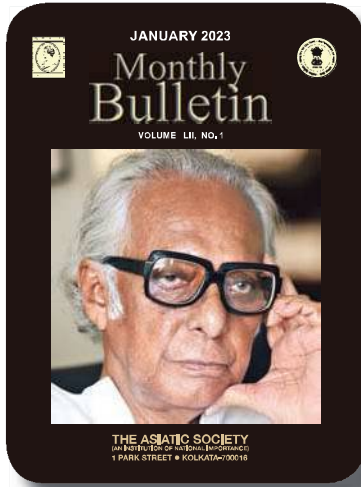
JANUARY 2023

Monthly Bulletin

VOLUME LII, NO. 1



THE ASIATIC SOCIETY
(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)
1 PARK STREET • KOLKATA-700016



Mrinal Sen, a celebrated Film Director of India, an eminent maker of New Wave Cinema. His works were primarily in Bengali along with Hindi, Odia and Telugu languages.

Born : 14 May 1923, Faridpur, Bangladesh

Died : 30 December 2018, Bhowanipur, Kolkata

Contents

<i>From the Desk of the General Secretary</i>	1	<i>Music</i>	
<i>Meeting Notice</i>	3	■ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুরের ভুবন ও তাঁর রচিত একটি অপ্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত সুরাস্তরের স্বরলিপি দেবাশিস রায়	47
<i>240th Foundation Day Celebration</i>	4	<i>Summary of Research Project</i>	
<i>Paper to be read</i>		■ The Nagas and the Manipuris in the Context of their Socio-religious and Cultural Continuity : A Study in Some Areas of Manipur	50
■ জীবনানন্দ : ১৯৩৮-১৯৪৮ তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	5	Dhriti Ray	
<i>President's Column</i>		<i>Events</i>	
■ Moonlighting, Work From Home (WFH) , Gig Workers – Paradigm Shifting?	6	■ Vigilance Awareness Week 2022	55
<i>Centenary Tribute</i>		■ Visitors in the Society	55
■ আমার অভিভাবক মমতা শঙ্কর	11	■ Professor Ashin Dasgupta Memorial Lecture Fort William, Kolkata	56
■ Bondhu Kunal Sen	14	■ Eastern Command China Seminar – 2022, Fort William, Kolkata	56
■ ফরিদপুর থেকে পদ্মপুকুর রোড : মৃগাল সেনের জীবন ও চলচ্চিত্র অভিযাত্রা অধ্যয় কুমার	18	■ Panchanan Mitra Memorial Lecture	57
■ মৃগাল সেন : দায়বদ্ধ চলচ্চিত্রকার কুন্তল মুখোপাধ্যায়	26	■ Professor Aniruddha Ray Memorial Lecture	57
■ মৃগাল সেন : সময়ের করতল সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	31	<i>Books from Reader's Choice</i>	58
■ মৃগাল সেনের চলচ্চিত্রে নারী অর্পিতা বল	35	■ লোকায়তের আত্মকথা : দীপঙ্কর ঘোষ রঙ্গনকান্তি জানা	
■ সিনেমার সাক্ষাতে : 'ইন্টারভিউ'-এর একটি দৃশ্যকে ফিরে দেখা অনিন্দ্য সেনগুপ্ত	42	<i>Books Accessioned during the Last Month</i>	60
		<i>Name of the applicants elected as ordinary members in September 2022</i>	i
		<i>Name of the applicants elected as ordinary members in December 2022</i>	iv



মৃগাল সেনের চলচ্চিত্রে নারী

অর্পিতা বল

অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর

স্বল্প পরিসরে মৃগাল সেনের সব ছবির নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা কার্যত অসম্ভব। তবে মৃগাল সেনের সিনেমায় নারী চরিত্রদের নিয়ে ভাবতে গেলেই আমার প্রথমেই মনে পড়ে চিনুর কথা। চিনু মানে চিন্ময়ী সেনগুপ্ত - 'একদিন প্রতিদিন'-এর গল্প আবর্তিত হয়েছে যাকে ঘিরে- গোটা সিনেমা জুড়েই সে আছে, যদিও তার শারীরিক উপস্থিতি ৯৫ মিনিটের সিনেমায় খুবই কম। তবু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র চাকুরিজীবী চিন্ময়ী সেনগুপ্তের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ বাড়ি না ফেরাকে কেন্দ্র করে মৃগাল সেন ফুটিয়ে তুলেছেন এক সংকটাপন্ন অস্তিত্বকে। বারোঘর এক উঠোনের বাসিন্দা হিসাবে চিন্ময়ী ওরফে চিনুর পরিবারের আত্মবিশ্বাসের অভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে সিনেমা জুড়ে।

নবীন মল্লিক লেনের তিনতলা ভাড়াবাড়িতে থাকেন হৃষিকেশ সেনগুপ্ত, তাঁর স্ত্রী, তিন মেয়ে চিন্ময়ী ওরফে চিনু, মিনু ও বুনু, দুই ছেলে তপু ও পল্টু। হৃষিকেশবাবু অবসরপ্রাপ্ত, পেনশনের টাকায় শুধু বাড়ি ভাড়া আর কিছু টুকটাকি খরচ

চলে। বড়মেয়ে চিনু ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করে। গোটা পরিবার মূলত তার রোজগারেই চলে।

এই পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যায় চিনু অফিস থেকে বাড়ি ফেরে না। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায়, সন্ধ্যা থেকে রাত ঘনায়, চিনুর অফিসে টেলিফোন করলে ফোন বেজে যায়...তবু চিনু ফেরে না।

তাহলে কী হল চিনুর? কী হতে পারে? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যে দিয়েই গল্প এগোয়। এরই প্রতিফলন আমরা দেখি 'একদিন প্রতিদিন'-এ যেখানে মেয়েদের চলা ফেরার ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত সীমা পরিসীমা বারবার নগ্ন হয়ে পড়ে। আসলে আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চাকুরিরতা নারীরাও যে কত অসহায় তার উদাহরণ 'একদিন প্রতিদিন'। এই প্রসঙ্গে দীপেন্দু চক্রবর্তী লিখছেন, "কর্মরতা নারীর ট্রাজেডি নিয়ে ঋত্বিক ঘটক ও সত্যজিৎ রায়